বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণে কারা ?

- Tanzirul Islam Nibeer

Published by:
LAST ERA ANALYSIS

বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণে কারা?

তানজীরুল ইসলাম নিবিড়

পার্ট -১: দেশের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে? ভারত বয়কটের প্রতিশোধ ও সেনাবাহিনীর UN এর গাড়ি ব্যবহার

জুলাই ২৭,২০২৪

আপনি ১০ বছর আগে থেকেও যদি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীদের কার্যক্রম আর বক্তব্য দেখেন, খেয়াল করবেন বেশিরভাগই লো আইকিউ কাজকাম। হাস্যকর কথাবার্তা বলে বেড়ায়, ক্লাউনের মতো চালচলন। এরা নিজেদের কথায় নিজেরাই বিপদে পড়ে। ম্যাঠাম থেকে শুরু করে ড্রাইভার আবেদ আলী সবার ক্ষেত্রে সেম প্যাটার্ন দেখবেন। এদের মিথ্যাকথা গুলাও চিপ, হাস্যকর। একটা ভুয়া বয়ানও ঠিকমতো বানাইতে পারে না।

তো আমরা কেন বিশ্বাস করবো যে ঠিকমতো কথা বলতে না পারা মানুষগুলা দেশ চালায়?

এযাত্রা যে ওরা বেঁচে গেল, একটা গণ অভ্যুত্থান যে ঠেকায় দিলো, শুধু ঠেকায়ই নাই পুরা বিশ্ব থেকে গোপনও করতে পারছে মোটামুটি। তো এগুলা কি আপনার মনে হয় কাউয়া আর বুলডগের বুদ্ধি?

ইতিমধ্যে মংলা Sea Port ভারতকে দিয়ে দেওয়ার খবর আপনারা শুনেছেন। ভারতের রেল ট্রানজিট, মোদীর দেশে আসার জন্য মানুষ খুন সবই আপনারা দেখেছেন। আবরার ফাহাদও কিন্তু ভারতের সমালোচনার জন্যেই জীবন দিয়েছে। ফেলানীর লাশ দেখার পরও ২০২৪ সালে এসে বাংলাদেশের মানুষ চিনতেছে আসল শত্রু কে.....বিষয়টা প্যাথেটিক।

পুলিশের Riot কনট্রোলের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম থাকে। মাথা বা বুক বরাবর শুট করা, এই নিয়মে নাই। পুলিশের কাছে কি কি অস্ত্র ছিল আপনাদের বলিঃ

সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট, শটগান, টিয়ারশেল। That's it. এর মধ্যে শটগান বাদে একটাও মারণাস্ত্র না, আর শটগানের রেঞ্জ খুবই কম।

এই অস্ত্র দিয়ে ৯৭২ জন মারা সম্ভব?

আপনারা এতক্ষণে ঢাকার রাস্তায় হিন্দি ভাষায় কথা বলা মানুষদের কথা শুনেছেন। রামপুরা-বাড্ডা, ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুরে (নট জেনেভা ক্যাম্পের সাইড) ওদের অনেকে দেখেছেন। পরের প্যারায় একটা কথা আছে এটা নিয়ে। ওরা পতন নিশ্চিত জেনে ১৭ তারিখেই ভারত থেকে ইন্টেলিজেন্স অফিসার আর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট আনায়। পুলিশের সাথে মিশে এরা পুলিশকে দিয়ে মাথা ও চোখ বরাবর গুলি করা শেখায়। ১৮ তারিখ থেকে এটা শুরু হইছে বেশি বেশি।

এখানে একটা ক্ল্যারিফিকেশন দেওয়া দরকার। বেশিরভাগ যে হিন্দিভাষী ছিল এই কথাটা অতিরঞ্জিত। ভারতীয় দুই-চারটা ছিল হয়তো, বেশি লাগে না, ডজন ডজন আনা লাগে না। এক্সপার্ট হইলে দেশ ঠান্ডা করতে ১৫-২০ জনই এনাফ। এক রিজিওনে ২ জনের বেশি থাকার কথা না। তো আসলে যে গাদা গাদা হিন্দিভাষী বের হইছে, এরা ম্যাক্সিমাম আসলে বিহারি। বিহারিরা দেখবেন চুল কাটার সময় হিন্দি-উর্দু মিক্স ভাষায় কথা বলে নিজেদের মধ্যে। কোথাও কোনো গন্ডগোল লাগলে বিহারিপল্লীর অনেকে যায় চুরি করতে, আমি নিজেই এর সাক্ষী। তো যারা ঢালাওভাবে হিন্দিভাষী অধ্যুষিত দেখছেন, আসলে আপনারা চোরদের দেখছেন। এই চোরদের অনেকে টোকাইলীগের হয়ে মাইরপিটও করছে বাই দা ওয়ে। ইন্ডিয়ান এক্সপার্ট আসল যেগুলা, খুব কম। আমিই এই পর্যন্ত পাইসি মাত্র একটা।

—২৫ জুলাইয়ের প্রথম আলোর একদম ব্যাকপেজে দেখবেন লেখা "চোখে অস্ত্রপচার ২৭৮ জনের, চিকিৎসা নিয়েছেন ৪২৪ জন"। খুব প্রেসাইলি চোখ-মুখ টার্গেট না করলে তো শুধু ঢাকাতেই এত মানুষের এই অবস্থা হওয়া সম্ভব না, সম্ভব?

আগে বহুত আন্দোলন গ্যান্জাম করছে বিএনপি, চরমোনাই, জামাত। পুলিশ পিডাইছে, গুলি করছে। কখনো গণহারে চোখে গুলি করতে দেখছেন? এটা বাংলাদেশ পুলিশের usual tactics (স্বাভাবিক কৌশল) এর বাইরে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় এই জিনিস ভারত কেন করলো বা করালো? ভারত কি

পারতোনা এগুলা ছাড়াই ক্রাইসিস কনট্রোল করতে?

অবশ্যই পারতো।

ওদের নিজেদের দেশে এগুলা করে করে হাতপাকা আছে ওদের। তাও কেন মারলো? এটা ভারতের প্রতিশোধ। এবছর ইলেকশনের পর থেকে বাংলার জনগণ যে ভারতের পণ্য বয়কট করছে সেটার প্রতিশোধ এটা সিম্পলি। আর কিছু না।

এবার আসি সেনাবাহীনির টপিকেঃ

সেনাবাহিনীতে অল্প কিছু ভালো দেশপ্রেমিক জোয়ান আছে এটাতো জানেন। কিন্তু এরা হচ্ছে লুঙ্গিখোলা টাই পড়া মানুষের মতো। সবই আছে কিন্তু কোনোকিছুতে এক্সেস নাই।

শুরুর দিকে সেনাবাহিনীকে পুলিশের গাড়ি ব্যবহার করতে দেখা গেছে। সেনাবাহিনীর গাড়ি ছিল খুবই কম। তারপর UN এর গাড়ি হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে দেখা গেছে। পরে পরিস্থিতি ঠান্ডা হইলে সিনিয়র অফিসাররা মাঠে নামছে, তারপর আর্মি vehicle (গাড়ি/যান) দেখা গেছে।

যেগুলার কয়েকটা কক্সবাজার থেকে আটক যাত্রীদের নিয়ে আসছে। এটার মানে কি?

এটার মানে ভারত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে Armory আর স্টোরেজ গুলা থেকে খুব একটা অস্ত্র বা ভারী যানবাহন নিতে দেয় নাই, যা দিছে খুবই কনট্রোলড। ১৮ তারিখেই যদি পুরাটা খুলে দিত, জোয়ান অফিসাররা তো কাহিনী ঘটায় দিতো। এজন্যে এই precaution. যানবাহনে এক্সেসের অভাবেই UN এর জিনিসপাতি ইউজ করা লাগছে ওদের। আর্মির তো অভাব পড়ে নাই গাড়ি/কপ্টারের। সবচেয়ে বড় কথা, সেনাবাহিনী নিজে কাজ করে নাই স্বাধীনভাবে, কাজ করেছে ডিসির আন্ডারে।

আর্মিতে দেখবেন অফিসারদের কুকর্ম কিছুদিন পর পর বের হয়, এগুলা কিন্তু DGFI ই বের করে। আর্মিতে আপনাকে অনেস্ট বা যোগ্য হইলেই প্রমোশন দিবে তা না। বড়সড় দালাল হইলেও বড় পজিশন পাবেন এমন না। আপনাকে দিয়ে ওরা পরীক্ষামূলক কিছু দুর্নীতি করাবে। হানি ট্রাপে ফেলবে। সবকিছুর প্রমাণ রেকর্ড রেখে তারপর আপনাকে পাওয়ারফুল পজিশনে বসাবে, যাতে যে কোনো সময় আপনি পল্টি নিলে আপনাকে ধরে সাইজ

করা যায়, সরকারকে বিপদে ফেলা ছাড়াই। সরকারি অফিসগুলাও সেম। আরেকটা কথা বলেন, ২০০৯ সালের পর থেকে সেনাবাহিনীকে কনস্ট্রাকশন আর বিয়ের ফটোশুট ছাড়া কিছু করতে দেখছেন?

দেশের সবকয়টা সেক্টরে লীগের চেয়েও ওদের নিয়ন্ত্রণ বেশি। আমাদের চেয়ে ওরা বেশি জানে আমাদেরই দেশের ব্যাপারে। আর.এন কাও “র” এর তৎকালীন প্রধান

আমার কথাগুলার একটা প্রমাণ অবশ্য আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বাঙালিদের মরার ভিডিও দেখে কমেন্টগুলাতে ভারতীয়দের উল্লাসটা দেইখেন ইন্সটাগ্রাম, ফেসবুকে?

পার্ট ২: বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও ভারতের আক্রমণের পরিকল্পনা – Ring of Satan & Upcoming Nightmare

বাংলাদেশের সরকার কোনো না কোনোদিন পরিবর্তন হবেই। এটাতো জানা কথা, কেউ তো Immortal (অমর) না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, **এরপরই কি ছেড়ে দেবে ভারত আমাদের?**

ভারতের দুই পাশে দুইটা মুসলিম দেশ থাকা ভারতের জন্য এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। এজন্যেই বাংলাদেশকে ৭১ সালে ভারত সাহায্য করছিল সর্বস্ব দিয়ে। ৪ হাজার ভারতের সেনা কি আর বাংলাদেশের জন্য প্রাণ দিছে? ওরা ওদের দেশের স্বার্থেই জীবন দিছে।

ভারত বাংলাদেশে তখনই হামলা করবে যখন ওরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারাবে। ওদের রিজওনাল আধিপত্য হুমকির মধ্যে থাকবে। ওরা ফ্রাস্টেডেড থাকবে। Either (হয়) ভারত নিজে আক্রমণ করে বাংলাদেশ ছিনিয়ে নিয়ে ওর অস্তিত্ব রক্ষা নিশ্চিত করবে, নাইলে 'Chicken's Neck' চাইনিজ বা ইসলামিস্টদের হাতে জবাই হবে - এমন একটা সিচুয়েশনে ভারত হামলা করবে। আর হ্যাঁ, সে সময় গ্লোবাল পাওয়ারগুলাকেও 'নিন্দা জানাই কিন্তু সাহায্য পাঠাতে পারবো না' এমন সিচুয়েশনে থাকবে। ডিটেইলসে যাওয়ার আগে একটা কথা বলে রাখি, ভারত যা করবে, তা লং রানে ইস্টুপিট মুভ হবে, এবং সবশেষে ওরা বিজয়ী হবে না। কিন্তু আমাদের প্রচন্ড ক্ষতি হবে। সকল এনালিস্টই এবিষয়ে একমত হবেন আশা করি।

তাও ওরা কেন করবে এটা layman's term এ বুঝাই। মনে করেন এলাকার

বড় নেতা তার চেয়ে বড় নেতার কাছে মাইর খেয়ে গেছে। এখন সে কি করবে? সে তো আর ওকে মারতে পারতেছেনা। তো ও একটা দুর্বল গান্ডুর সাথে জোর করে গ্যান্জাম বাঁধায় উদম কেলানি দিয়ে মনের খায়েশ মিটাবে।

এমন জিনিস আপনারা সবাই-ই দেখছেন শুনছেন আশে-পাশে তাই না? Now back to discussion.

প্রথমেই ওরা সেনা ঢুকাবে না। ১৯৭১ এ ওদের অভিজ্ঞতা হয়েছে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের rough land, waterways আর urban area তে ওরা টিকতে পারবে না সহজে।

(নোট: rough land-রুক্ষ/ স্যাঁতস্যাঁতে জমি, waterway(s) - জলপথ,Urban area - শহরাঞ্চল)

তাহলো ভারত কি করবে?

Destruction of 'Chain of Supply' via Blockade and Division. যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে Chain of Supply maintain করা। এটা না করতে পারলে হার, এমনকি গণহত্যাও নিশ্চিত।

Step-1: External Blockade

নিচের প্রথম ম্যাপের বৃত্তটাকে আমি নাম দিয়েছি 'Ring of Satan' (শয়তানের বৃত্ত)। এই বৃত্তাকার এরিয়া জুড়ে BSF, Navy, Coast Guard দিয়ে ভারত আগে বাংলাদেশকে বিদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। বঙ্গোপসাগর পুরোটা আটকায় রাখার চেস্টা করবে। সফল হবে কিনা, জানিনা। যে কোনো রকমের ত্রাণ, সামগ্রী বা খাবার দেশে ঢুকতে দিবে না। অস্ত্র কেউ চাইলেও দিতে পারবে না। প্লেন আসবে না দেশে, দেশ থেকে যাবেও না। 1971 এও এটা করেছিলো। তো ওদের অভিজ্ঞতা আছে।

Step-2 : Internal Division

প্রথমে ওরা কাটবে ফেনীর লাইন আর রংপুর লাইন। রাজশাহী কাটবে লম্বালম্বি ভাবে। এরপর কুষ্টিয়া দিয়ে নদীপথে আর বঙ্গোপসাগরে দিয়ে সমুদ্রপথ হয়ে পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে বরিশাল আর খুলনা বিভাগ আলাদা করবে। তারপর সিলেট। হুবহু এমনই করবে তা না। ম্যাপট দেখলে একটা এভারেজ আইডিয়া পাবেন।

ঢাকা দখল করা ওদের জন্য অনেক কষ্ট হবে। তাই ঢাকাকে বাকি দেশ থেকে আলাদা করে রাখবে। নদীর পানি আটকায় দিবে ঢাকায় যেহেতু কিছু উৎপাদন হয় না, ঢাকা শহরে ৭ থেকে ১০ দিনে দুর্ভিক্ষ লাগবে।

তারপর ওরা সব অস্ত্রাগার উড়ায় দিবে, যেহেতু ওরা সব জানে ওরা, ওদের জন্য সমস্যা হবে না। RSS এর কোটি কোটি সদস্যরা বছরের পর বছর এই একটা জিনিসের জন্যেই ট্রেনিং করছে। ওদের স্পিচ প্রায়ই দেখা হয়। যোগী আদিত্যনাথরা এই জিনিসটাকে নিয়ে কি লেভেলের ফ্যান্টাসাইজ করে আপনাদের আইডিয়াও নাই।

আপনি হুজুরদের কতটা ইতর মনে করেন কিংবা জীবনে কত বেশি নামাজ পড়ছেন, কত ইসলাম বিদ্বেষী কিংবা কতবড় আলেম, কত পর্দা করেন বা কতটা বেপর্দা, doesn’t matter. আপনার নাম শুনতে ইসলামি ইসলামি লাগলেই আপনি শিকার হবেন। আমি এই কথাটা স্পেকুলেশন থেকে বলতেছিনা, ওরা এই কাজ কাশ্মীরে করেছে, গুজরাটে করেছে।

আপনার দেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখছে।

'ওদের পেটে বাচ্চা দিয়ে পালিয়ে যাও' টার্মটা শুনছেন কখনো? আপনার সুন্দর হওয়া লাগবে না। ওরা ধর্ষণ মোটেও লালসার জন্য করবে না। ওরা ধর্ষণ করবে ঘৃণা থেকে। পৃথিবীতে এমন হেট রেপের নজির আর মাত্র একটা দেশে আছে। মধ্যপ্রাচ্যে। আপনাদের চোখের সামনেই হচ্ছে সেটা। একই জিনিস আপনার ঘরে আসতেছে। ওরা ১০০ কোটি। ওরা প্রস্তুত। আপনার Snapchat streak নিয়ে আপনি প্রস্তুত তো?

অনেকেই জিওপলিটিক্যাল ফ্যাক্টর বিবেচনা করে নানা দ্বিমত পোষণ করেছেন। আপনাদের সাধুবাদ জানাই। এমন সুস্থ আলোচনা অবশ্যই দরকার। ~~তবে আপনাদের কাছে অনুরোধ, পার্ট ৪ আসার আগ পর্যন্ত অপিনিয়ন ফর্ম কইরেন না। পুরাটা শুনে তারপর বলেন। দোয়া করবেন।~~

পার্ট-৩ : বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট, জেনারেশন ক্ল্যাশ এবং আমাদের পতন ও কিছু আশা

নেট খুলেই Snapchat streak নিয়ে কিছু মানুষের কান্না দেখছেন। নেট না থাকায় অনেকে ফ্যামিলির সাথে ভালো কোয়ালিটি টাইম কাটাইছে, রিয়ালিটি থেকে দূরে শান্তিতে ছিল, তারপর লাইফে প্রোডাক্টিভিটি বাড়াইছে, নিজের এই কয়দিনের এচিভমেন্ট নিয়ে বড়াই.... দেখছেন আপনারা, দেখছেন না? এরা কই থেকে আসে? কেন এরা এমন ভেবে দেখছেন?

এটা নেট আসার পরেরদিন সকালে আম্মা বাজার করতে যেয়ে ৭-৮ জন মহিলার একটা গ্রুপ দেখেন, এক মহিলা বলতেছে,

'এই কয়দিন ছাত্রদের আন্দোলনে ভাবী আমার ওজন বেড়ে গেছে'।

'কেমনে ভাবী?'

'আরে ভাবী এদের জন্য বেরই হইতে পারি নাই এতদিন, হাটাই হয় নাই।'

মহিলারা হাসলো একটু।

মসজিদে আমার কাজিনকে এক মুরব্বি ধরে বলছিলো, "ইন্টারনেট থাকে দেখে বাচ্চারা নামাজ পড়ে না, নেট না থাকলেই ভালো।' আমাকে ও এই কথাটা ভিন্ন এংগেলে বুঝানোর চেস্টা করতেছিলো। আমি বললাম, ঐ

মুরব্বিদের জিগাইছ তো ওরা কত বছর বয়সে নামাজ পড়া শুরু করছে। কারণ আমি জানি ব্রিটিশ আমল থেকে ৯০ এর দশক পর্যন্তও বাংলাদেশে ওয়াক্তি নামাজে মাসজিদ থাকতো ফাঁকা। হুজুর আর মাদ্রাসার ছাত্র বাদে কেউ যাইতো না। হুজুর বাদে তেমন কেউ আগে দাড়িও রাখতো না। হুজুরের বউ বাদে কেউ পর্দা করতো না।

এই কয়দিনে রাস্তাঘাটে 'অফিসে যাইতে কষ্ট হয়' টাইপ কথা বলা হাজারটা মানুষ দেখছেন আপনারা। টিভিতে, ফেসবুকেও পাবেন। খুব কম বয়স্ক মানুষ পাবেন যারা জেনুইনলি ভয়েস তুলতেছে, বা কনসার্নড। বেশিরভাগের বয়ান হচ্ছে এই কয়দিনের কারফিউ আর ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটে তার কি কি ক্ষতি হইছে।

আন্দোলনের সময় Urban elite (শহুরে উচ্চবিত্ত) আর middle class (মধ্যবিত্ত) এর বেশিরভাগ বাপ-মা ছেলে-মেয়েদের যাইতে দেয় নাই। পোস্ট করতে মানা করছে। এজন্যে যেই রাস্তায় মানুষ হওয়ার কথা ১০ লাখ, সেখানে হইছে ২ লাখ। আইরনিক পার্ট হইলো, যে টোকাইরা দেশি অস্ত্র দিয়ে মানুষ কোপাইছে তারা কেউ কিন্তু পরিবার থেকে বাঁধা পায় নাই। পুলিশ-বিজিবির বউরা কিন্তু ওদের আদর করে ভাত বেরে খাওয়াচ্ছে। এই জেনারেশন অমুক করে, তমুক করে বলে দোষ চাপায় কয়দিন পার পাবেন?

(নোটঃ ইসলামী বিধান অনুযায়ী নারী তার প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। উল্লেখ্য আন্দোলনে নারীদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক/প্রয়োজনীয় নয়। ইসলাম অনুমতি দেয়া না | নাসিম আহমাদ)

এরা চায় এরা ভালো থাকবে, এদের জন্য অন্যেরা জীবন দিবে। এরা চায় এদের সব সমস্যা আল্লাহ আবাবিল পাঠায় সমাধান করে দিবে। এরা ধার্মিক, ছেলে-মেয়েদের ধার্মিক করতে চায়, কিন্তু বেশি না। যতটুকু তার কলোনিয়াল মাইন্ডসেটের সাই দেয় ততটুকু। আপনারা কেউ হঠাৎ বোরখা পড়া বা দাড়ি-টুপি পড়া শুরু করে দেখেন, as an experiment. আপনাকে সবার আগে আপনার ফ্যামিলি/রিলেটিভ কোনো মুরব্বি খোঁটা দিবে।

যে বিদেশে যাওয়ার হিরিক, ওরা কি বিদেশে যেয়ে আমাদের জন্য সাহায্য পাঠাবে? মোটেই না। সিংহভাগ বিদেশী বিয়ে করে আরামে থাকবে। তাকিয়েও দেখবে না আপনার দেখবেন। এই সেলফিশগুলার জন্যেই আমাদের পতন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ও কিন্তু এরা একই কাজ করছিল। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ১-২ লাখ যুদ্ধে গেছিল। অনেক বর্ণনা মতে ৩০ হাজার গেছিল। বেশিরভাগই চুপ ছিল।

কিন্তু ২০২৪ এর জুলাইয়ে বাংলার ইয়াং জেনারেশন এই অভিশাপ ভেঙে আশার আলো দেখায়। ২ কোটির মতো ছাত্র নেমেছিল সারাদেশে। কারও সাহায্য ছাড়া, পয়সা ছাড়া। কোনো বিশ্বমিডিয়া দেখায় নাই, সংস্থা দেখে নাই। সাপোর্ট করে নাই। তাও ওরা নামছিল আমার মুক্তির জন্য, আপনার মুক্তির জন্য। বিশ্বের ইতিহাসে স্বৈরশাসকের মুখের উপর শুধু একলা জোয়ানদের এমন গনজাগরণ আপনি খুব কমই পাবেন।

আমাদের আগের সব জেনারেশন mass stockholm syndrome এর ভুগছে। অফ টপিক একটা উদাহরণ দেই। আমেরিকায় সোশ্যাল মিডিয়ায় রিসেন্টলি একটা জিনিস উঠছিল। অফিসগুলা চাকরির টাইম বলে ৯ টা থেকে ৫ টা, কিন্তু পরে রাত ৮ টা পর্যন্ত আটকায় রাখে। এগুলার বিরুদ্ধে ইয়াং জেনারেশন যেই প্রতিবাদ করতে গেছে, বুড়াগুলা এসে বলা শুরু করছে 'আজকালকার বাচ্চারা আসলে অলস'

জুলুমের শিকার হইতে হইতে জালিমের সাইডে চলে যাওয়াটাকে বলে 'Identifying with the Aggressor.' সারাবিশ্বেই বয়স্করা এসবে ভোগে।

এরা আপনাদের বুঝাইছে যে রাজনীতি খারাপ জিনিস। এগুলা করতে হয় না। নিজেরাও মাথা নত করে চোখ বুজে চাকরী করে গেছে। আর এই ফাঁকে সব দখল করে ফেলছে আমাদের শত্রুরা। এখন আপনাদের আর শত্রু লাগে না এই মুরুব্বিরাই উল্টা পাল্টা বুঝায়, পোস্ট দিতেও ভয় দেখায়।

Darkness, isn't a force of it's own, it’s the absence of light.

অনেকে অনেক সমীকরণ টেনে বুঝাচ্ছেন যে দেশে কিছু হবে না, ভারত জিততে পারবে না। ভারত জিততে পারবে না এটাতে আমিও বলি। আপনি আমি থাকতে ওদের জিততে দেই কিভাবে? কিন্তু এর মানে তো এই না ওরা আসবে না, আপনাকে শেষ করার চেস্ট করবে না।

রিচার্ড বেনকিন নামে এক মোসাদ এক্টিভিস্ট আছে। জন্ম আমেরিকায়। সে গত ২০ বছর ধরে ভারতের দূর্গম গ্রামগুলাতে যেয়ে RSS এর লিডারদেট নিয়ে বসে সাধারণ মানুষকে বুঝায় বেড়াচ্ছে যে কেন ওদের বাংলাদেশে আক্রমণ করা প্রয়োজন। আপনাদের দেখাবো সেগুলা শীঘ্রই। ১৯৭১ এরপরে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন বাংলাদেশ থেকে চলে যায় লুটপাট করে সব নিয়ে যায় ক্ষোভে। যা নিতে পারে নাই তা জ্বালায় দেয়। ওরা এখনো ক্ষুব্ধ আপনার উপর। আপনার ভাইয়ের মৃত্যুতে ওরা উল্লাস করে। আপনার বোনকে ঝুলায় রেখে ওরা উল্লাস করে। আপনি কেন শান্ত? মানুষ আপাদমস্তক পলিটিকাল বিয়িং। মানুষের খাওয়া ভাতের চালের দাম থেকে

শুরু করে পায়খানার কমোডের দাম পর্যন্ত পলিটিক্স নির্ধারণ করে। আপনার পড়াশোনার বই, আপনার পোশাক, আপনার ইন্টারনেট, আপনার সব টাকা, আপনার ভিসা-পাসপোর্ট এমনকি আপনার আইডেন্টিটিটাও পলিটিক্সই নির্ধারণ করে। আপনার পলিটিক্স ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু আপনার মতোই মানুষদের দাসের মতো খাটাইতে সব পলিটিকাল ধান্দাবাজেরই প্রচুর...প্রচুউর ভালো লাগে। **"May the eyes of cowards never sleep" - Khalid Ibn al-Walid (RA)**

পার্ট-৪ : শেষকথা – ২০১৩ থেকে ২০২৪, অখন্ড ভারত, আমাদের ভুল, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও আমাদের করণীয়

যে কোনো এক্সপার্ট এনালিস্ট আপনাকে অপিনিয়ন দিবে যে পার্ট-২ এ আমি ভারত যা যা করবে বলেছি, ভারত আসলে ওগুলা করতে যাবে না। কথাটা কিন্তু তাদের দিক দিয়ে ঠিক এটা আমি মানি। আমিও ওদের জায়গায় থাকলে একই কথা বলতাম। কিন্তু দেখেন, আপনারা ঠান্ডা মাথায় সব বিবেচনা করে একটা স্মার্ট অপিনিয়ন দিচ্ছেন। ভারত দাঙ্গা বা যুদ্ধের সময় মোটেও এভাবে চিন্তা করে না। ইন ফ্যাক্ট তেমন কেউই করে না। ইস্টুপিট কাজ করে একগাদা সিভিলিয়ান মারে, তারপর সব জ্বালায় দিয়ে ভেগে যায়।

ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া প্রত্যেকটা দেশ দেখলে আপনার মাথায় স্মার্ট অপিনিয়ন আসবে, "এই বালের কাজ না করলেই তো দেশটা নস্ট হইতো না।" "সাদ্দাম কেন ওখানে এটাক করলো।" এই চিন্তাটা ভালো, ধরে রাখবেন এটা।

আপনারা সবাই একমত হবেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্ট্যালিনের সাথে চুক্তি ভেঙে হুট করে এতবড় রাশিয়ায় হামলা করা হিটলারের বহুত বড় বোকামি ছিল। এর জন্যেই ওর ইভেনচুয়ালি পতন হইছে। একমত না?

১৯৪২-৪৩ এ যখন হিটলারের মিলিটারি ক্যাপাবিলিটি আর ব্রিলিয়ান্সে বিশ্ব আতংকিত, তখন যদি কেউ বলতেন যে ও গাধার মতো Operation Barbarossa launch করবে, কেউ মানতো? ১৯৩৯ এ Molotov-Ribbentrop Pact এর সময় বললে কেউ বিশ্বাস করতো? ব্রিটিশ আর সোভিয়েত গোয়েন্দারা স্ট্যালিনকে সরাসরি ওয়ার্ন করছিলো। স্বয়ং স্ট্যালিনও বিশ্বাস করে নাই।

ভারত মোটেও ঠান্ডা মাথায় বিশ্বজয় করা জাতি না। এরা গান্ডু। কিন্তু আমরা অন্ধ। অন্ধের দেশে এক চোখওয়ালাই রাজত্ব করে।

ভারত হায়দ্রাবাদ বাদে কোনো অপারেশনেই নিজের ব্রিলিয়ান্স কাজে লাগায় নাই, ওরা ইমোশনে চলে বেশি। বিশেষ করে দাঙ্গায় তো সবারই ইমোশন থাকেই। আপনি কাশ্মীরে দেখেন, ওরা কিন্তু পাপেট রিজম বসায় খুব আয়েশ করতে পারতো। তাও আর্মি ঢুকাইছে, এই কাশ্মীরই ওদের পতনের একটা কারণ হবে।

ফ্যাসিস্ট, জালেমদের একটা কমন প্যাটার্ন হচ্ছে এরা মোটামোটি একটু ক্ষমতা পাইলে নিজেরে invincible (অপরাজেয়) মনে করে। এই অহংকার থেকেই এদের পতন হয়। হিটলার থেকে শুরু করে সবার মধ্যে এই প্যাটার্ন দেখবেন। এই সেম কাজ ভারত করবে। আমি যেমনে বলেছি, হুবহু ওমনে সবকিছু হবে, তা কিন্তু না। আমার কথাগুলা ওদের দীর্ঘদিনে স্পিচ, শতবছরের আকাঙ্খার উপর ভিত্তি করে। ওরা বলছে এটা করবে, মানে ওরা চেষ্টা করবে। পারবে নাকি পারবে না তা বলতে পারলে তো আমি ঢাকায় এসে মাজারের সামনে টিয়াপাখি নিয়ে বসে দুইটা পয়সা কামাইতাম। আমি চাই না পারুক, এসব পরিকল্পনা হোগায় যাক। বিশ্বাস করেন সবচেয়ে বেশি খুশি আমিই হবো। কিন্তু গরু খাওয়ার কারণে যখন দিল্লিতে মানুষের বাড়ি ভেঙে দিতে দেখি, উত্তরপ্রদেশে মানুষ জবাই হতে দেখি, ওদেরকে বলতে শুনি 'মুসলিম মেয়েদের পেটে বাচ্চা দিয়ে পালিয়ে যাও', আমার ভয় লাগে।

আল্লামা সাঈদী বেঁচে থাকতে আকারে ইঙ্গিতে বার বার এটার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। স্টুপিড কাজ পাজিতের বাচ্চারা করবেই, করে ধরা খাবেই। কিন্তু মাঝখান দিয়ে আমার দেশের মানুষের যে ক্ষতি হবে। এইটা নিয়েই আমার যত চিন্তা। আমারদের ক্ষতি যতটা না হওয়ার কথা ছিল, তার চেয়ে একটু বেশি হবে, আমাদেরই দোষে। আমাদের দেশের কয়েকটা শ্রেণীর মানুষকে আমরা অমানুষ বানায় দিছি। দেশের গরিব মানুষ, হুজুর, গ্রামের মানুষ মরলে আমাদের কিছু যায় আসে না। ওরা খ্যাত। ওদের জন্য কথা বললে জাত চলে যাবে।

২০১৩ সালের ৫ই মে গনহত্যায় নিহতের স্থিরচিত্র

হেফাজতের হাজার খানেক সদস্য শহীদ। তাদের নাম জানি আমরা?

জানিনা! আরে বাবা দেশের বেশিরভাগ মানুষতো বিশ্বাসই করতো না যে ঐদিন মানুষ মারা গেছে। 'হুজুররা একটু বাড়ায় সাড়ায় বলেই এসব', 'এগুলা মিথ', 'আরবান লেজেন্ড।'

মে কে আপনারা অস্বীকার করছেন। মিথ্যা বলছেন। তাই জুলাইকে ওরা আপনার লাল সত্য বানায় দিছে।

২০২১ সালের ২৫শে মার্চ কসাই মোদীর দেশে আগমন।

বায়তুল মোকররম থেকে মুসল্লীদের প্রতিবাদ মিছিলে গুলি। ২৫-২৬-২৭ মার্চ মিলে ঢাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-চট্টগ্রামে কমপক্ষে ২০-২৫ জন শহীদ। নাম জানি তাদের? জানিনা। আমাদেরই দেশের মানুষ মারা গেছে আমরা পরোয়া করি নাই। তাই আজকে আমরা মারা যাচ্ছি, পরোয়া করার কেউ নাই।

মোহাম্মপুরে কয়েকমাস আগে এক ১৬ বছর বয়সী চ্যাংড়া হাইস্পিডে গাড়ি রিকশার উপর উঠায় দেয়। রিকশায় এক দম্পতি আর শিশুবাচ্চা ছিল, ভয়াবহ অবস্থা সবার। সবাই ওদের নিয়ে কান্নাকাটি, ওদের কি হবে, ফ্যামিলির কি হবে, ফিউচার শেষ টাইপ কথা সব নিউজে। ঐ রিকশায় কিন্তু

একটা রিকশাওয়ালাও ছিল। ওর কি হইছে আমি কোথাও পাই নাই। রিকশাওয়ালারা কি আর মানুষ?

৯৭২ জন শহীদের বেশিরভাগই কিন্তু এই গরিব কিসিমের লোক। যাদেরকে আমরা মানুষ মনে করি না। একারণে আমাদের শত্রুরাও আমাদের মানুষ মনে করার প্রয়োজন বোধ করে না। ওদের চোখে কামরাঙ্গীরচরের মোখলেস আর বনানীর কুলডুড সবাই কিন্তু সমান। আর আমাদের?

এখন আপনাদের আমি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কথা বলবো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হচ্ছেন ইসলামের ইতিহাসে একজন অন্যতম জালেম শাসক। এই জালেম শাসকের কাছে হিন্দুস্তান থেকে একদিন একটা চিঠি আসে। একটা ছোট মেয়ের রক্তে লেখা চিঠি, হিন্দুস্তানিরা ওকে ধরে নিয়ে গেছে, বাঁচার আবেদন। চিঠি পড়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রেগে লাল হয়ে হুঙ্কার দিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। তার ১৭ বছর বয়সী ভাতিজা মোহাম্মদ বিন কাসিমকে পাঠান। মেয়েটা মুক্ত হয়। ভারতবর্ষে প্রথম ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, জালেম, তার কাছে একটা অচেনা মেয়ের কতো দাম ছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফেরা মরে গেছে। আমি জীবনে চোখে পানি নিয়ে কিছু লেখি নাই, আজ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্যারাটা লিখতে হচ্ছে চোখে পানি নিয়ে। কি দিন আসলো।

আমরা টাকার ভিত্তিতে জাতপ্রথা বানাইছি। রিকশাওয়ালার গায়ে গাড়ি লাগায় ড্রাইভার নিজে ওর রিকশাওয়ালার চাবু নিয়ে যায়, ওকে মারে, কেউ আগায় আসে না।

রিকশাওয়ালা, সবজিওয়ালা মরলে কিছু না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ মরলে একটা স্যাড রিয়্যাক্ট।

প্রাইভেটের কেউ মরলে aesthetic picture edit পোস্ট।

পাবলিকের কেউ মরলে মশাল মিছিল।

বাসায় মধ্যবিত্ত আসলে ৩ পদ, বড় লোক আসলে ৮ পদ রান্না আর গরিব আসলে ফ্লোরে বসে ডাল ভাত খাবে। খবরদার, ফকিন্নির পোলা যেন সোফায় বসে ময়লা না করে।

আজকে আমাদের পুরা জাতিই ফকিন্নি।

দুর্নীতিবাজ, দালাল, এদের বাসায় যাবেন না, বাসায় আনবেন না, সালাম দিবেন না। এদের পিছে নামাজ পড়বেন না।

রাস্তায় নামতে না পারেন, যারা নামে ওদের সাহায্য করেন। আশ্রয় দেন। বাসায় ঢুকায় দুই নলা (লুকমা) খাওয়ান। কিছু না পারেন একটু পানি খাওয়ান।

শহীদ হয়ে রক্ত দেওয়ার কলিজা সবার নাই। কিন্তু হাত তো আছে? রক্ত দেন, হাসপাতালে যেয়ে আহতদের রক্ত দেন, হসপিটাল বিল দিয়ে আসেন।

লেখেন,কথা বলেন, আপনার কথাকে ওরা ভয় পায়।

দোয়া করেন, মজলুমের দোয়া আর আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।

আপনার পরিবারকে ভালোবাসেন? বাসেন তো? ওদের প্রটেক্ট করেন। কেমনে করা লাগবে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। আপনার পরিবারের গায়ে কেউ হাত দিলে সেই হাত যেন জ্বালায় দিতে পারেন নিজেরে ওমনে গড়ে তোলেন।

বাংলাদেশকে খুব টেকনিকালি বাকি সব মুসলিম দেশ ও সংগঠন থেকে দূরে রাখা হইছে, যাতে দেশে কেউ সাহায্য করতে না পারে। গ্লোবাল মুসলিম কমিউনিটির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। আপনার বিদেশি বা এলিট হওয়া লাগবে না। হাতে নেট আছে। বাকিটা আমার চেয়ে ভালো বোঝেন।

ভারতের Ring of Satan ভাঙতে আমাদের বিশ্বের বাকি মুসলিম দেশ আর চীনের সাহায্যের বিকল্প নাই। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ওমান, কাতার, আফগানিস্তান আর ততদিনে স্বাধীন হইলে পাকিস্তানের সাথে সাপ্লাই চেইন মেইনটেইন করতে হবে। আগামীর ডিপ্লোম্যাটরা মাথায় এটা ঢুকান। ।

আর এই ঐক্য আপনি আনবেন কিসের ভিত্তিতে? ওদের সাথে আমাদের কি কমন আছে? উত্তর একটাই, ইসলাম।

গ্লোবাল ইসলামিক সলিডারিটি, ইউনিটি ছাড়া আমাদের কোনো রাস্তা নাই। এ রাস্তা অনেক লম্বা অনেক দূর। হাস্যকর অসম্ভব লাগে।

But, when was freedom ever so easy? [কিন্তু, কখন স্বাধীনতা এত সহজ ছিল?]

আমরা ১৭ জন নিয়ে বাংলা জয় করা ইখতিয়ার উদ্দিনের বংশধর। আত্মপরিচয় ভুলে যাইয়েন না। আপনাকে আত্ম পরিচয় ভুলানোর জন্যেই মিথ্যা ইতিহাস, মঙ্গলশোভাযাত্রা গেলানো হয়েছিলো। সব বমি করে ফেলে দেন। আপনার সাথে কি হয়েছে ভুলে যাইয়েন না। এসব ফাতরা জাতীয়তাবাদ বাদ দেন, টাকার ভিত্তিতে মানুষকে নিচু বানানো বাদ দেন। গাজার মুসলিমরা আপনার যতটুকু ভাই, কাশ্মীরের মুসলিমরা আপনার ততটুকু ভাই, একটা ঝালমুড়িওয়ালাও ততটুকু ভাই। এসব সেকুলারিজম, মানবতাবাদ, সাম্যের বয়ান বাদ দেন। আপনার ভাই যখন মরছে এরা তখন ঘুমায় ছিল, আপনি যখন মরবেন এরা আরও জোরে ঘুম দিবে। এরা আসল শয়তান। এদের সাথে এক ছাদের নিচে কখনো বসবেন না।

শহীদ আবু সাঈদদের রক্তের দাম গুনে গুনে নিবো আমরা ইনশাআল্লাহ।

"আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে।"